দৈনিক ইত্তেফাক

21

তারিখ ... 30 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে গোটা জাতির অংশগ্রহণ চাই

—প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা জনগণের শতবছরের আকাঙ্খা পূরণ করিয়াছে।

প্রায় দুই শতাব্দী আগে এই ভূখণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার যাত্রা শুরু

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধান মন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

হইলেও সব মানুষ এই শিক্ষার আলো পায়নি। শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী হইতে শুরু করিয়া অনেক নেতাই এই শিক্ষাকে জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক করার দাবী জানাইছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদের আগে দেশের মানুষের এই প্রাণের দাবী পূরনের কোন কার্যকর উদ্যোগ গৃহীত হয় নাই।

প্রধানমন্ত্রী গত শনিবার সিলেটের রেজিষ্টি মাঠে আয়োজিত প্রাথমিক, শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক, মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জাতীয় সংসদসহ সকল গণপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী ও কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজারদের এক মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দানকালে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা আলহাজ মনসুর আলী সরকার, অর্থ প্রতিমন্ত্রী ফারুক রশিদ চৌধুরী, বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি মিঃ কোলপি ডজ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবুল হোসেন বক্তৃতা করেন। সংসদ সদস্য মাকসুদ ইবনে আজিজ লামা এবং জনাব এমএ হান্নান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ১৯৯১ সালে ১লা জানুয়ারী হইতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হওয়ার সময় হইতে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এক নূতন যুগের সূচনা হইবে।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, যেভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতি সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ই পি আই)-কে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে, সেভাবেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকেও সফল করিয়া তুলিবে। শুধু একটি মন্ত্রণালয়, একটি অধিদপ্তর বা কিছু সচেতন মানুষ এমন বিশাল একটি কার্যক্রম সফল করিয়া তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। এতে চাই পুরো সমাজের অংশগ্রহণ।

ইহার আগে প্রধানমন্ত্রী সিলেটের জনৈক প্রাথমিক শিক্ষিকা দেবিকা রাণী চক্রবর্তীর দান করা ৫ শতক জমির দলিল গ্রহণ করেন। এই জমির উপর নির্মিত হইবে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা কার্যালয়। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন এর নাম হইবে 'শিক্ষা ভবন'। পরিশেষে সিলেট সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ছয়ফুর রহমান ও জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন। —তথ্য বিবরণী।